SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

# অপরাধতত্ত্ব : বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের আলোকে একটি সমীক্ষা

Dr. Debabrata Saha

ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানে এবং সংঘে একতা বজায় রক্ষার্থে ভগবান বুদ্ধ যেভাবে অপরাধ নির্ণয় এবং তার মীমাংসার বিধি-বিধানসমূহ দেশনা করেছেন তা বিশ্বের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ব্যক্তি থেকেই সমষ্টির জন্ম আর সেই সমষ্টির নাম সংঘ। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঐকবদ্ধ হওয়াকে সংঘ বলে। এই ঐকবদ্ধতাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন হয় বিধি-বিধানের। এই বিধি-বিধানই হল বিনয়। সংঘকে সামনে রেখে যদি আমরা পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের কথা ভাবি তাহলে এগুলিকে এক প্রকারের সংঘ বলা যায়। এরকম ভাবার কারণ হল, সংঘের বিনয়কে যদি আমরা পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কাজে লাগায় তাহলে দেখবো যে, বিনয়ের গ্রহণযোগ্যতা কতখানি ব্যাপক। সংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্থাৎ বিনয় রক্ষার্থে ভগবান বুদ্ধের বচন যেভাবে সাংঘিকদের সংঘবদ্ধ করে ঠিক সেইভাবে ভগবান বুদ্ধের বচন সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনে সাহায্য করে। বুদ্ধকে ভগবান আখ্যায় আখ্যায়িত করার কারণ হল তাঁর মধ্যে ভগ নামক গুণ রয়েছে। ভগ বলতে ছয়টি গুণকে বোঝায়, যথা, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। এই ছয়টি গুণের যিনি অধিকারী তিনিই ভগবান। যেমন, যার রূপ রয়েছে তিনি রূপবান, যার ধন রয়েছে তিনি ধনবান, সেরূপ যার ভগ রয়েছে তিনি ভগবান। গৌতমবুদ্ধ এই ছয়টি গুণের অধিকারী ছিলেন বলে মানুষ তাঁকে ভগবান আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কথিত আছে, চুরাশি হাজার বুদ্ধ বচন ত্রিপিটকে সংকলিত হয়েছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটক তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা, সূত্তবিভঙ্গ, খন্ধক এবং পরিবার। এই তিনটি ভাগের মোট পাঁচটি গ্রন্থ আছে। যথা, পারাজিকা, পাচিত্তিয়, চূল্লবর্গ, মহাবর্গ এবং পরিবার।[১] এই পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে পারাজিকা এবং পাচিত্তিয় গ্রন্থ দুটিতে বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের অপরাধ নির্ণয় বর্ণিত হয়েছে। আর সেই অপরাধের দণ্ড বিধান বর্ণিত হয়েছে পরিবার নামক গ্রন্থটিতে। আর অপরাধে আরোপিত দণ্ড থেকে মুক্তকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে চূল্লবর্গ এবং মহাবর্গ নামক গ্রন্থটি। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল পারাজিকা এবং পাচিত্তিয় গ্রন্থে উল্লিখিত অপরাধসমূহের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা। পারাজিকা এবং পাচিত্তিয় গ্রন্থে ভিক্ষুদের জন্য দুশো সাতাশটি অপরাধ[২] এবং ভিক্ষুণীদের জন্য তিনশো এগারোটি অপরাধ উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত সমস্ত অপরাধ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বিনয় পিটকে উল্লিখিত কয়েকটি অপরাধ বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনা করব, যাতে কোন গবেষক এখান থেকে রসদ পেয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারে। ভগবান বুদ্ধ অপরাধগুলি একসঙ্গে এক প্রহরে বসে বা একই স্থানে বসে দেশনা করেননি, এক একটি ঘটনা ঘটেছে আর এক একটি অপরাধ দেশিত হয়েছে। তাঁর জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্যে বিভিন্নভাবে সাংঘিকদের শিক্ষাপদ দেশনা করতেন। এগুলি বুদ্ধবচন নামে খ্যাত। বুদ্ধবচনের মধ্যে বিনয় সংক্রান্ত বচন বুদ্ধশাসনের আয়ু হিসাবে পরিগণিত হয়। বুদ্ধবচনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র, তাঁদের মনন,

আচরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সাধারণভাবে বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব বলতে আমরা চারটি আর্যসত্য এবং তৎসহ অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বুঝে থাকি। কিন্তু তার বাইরে বেরিয়েও যে বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের একটি দিক আছে তা আমাদের অধরাই থেকে গেছে। সেই অধরা নীতিতত্ত্বকে পরিস্ফূট করে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করাই হল এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য। বিনয় পিটকে উল্লিখিত অপরাধতত্ত্ব যে নীতিতত্ত্বের সন্ধান দেয় তাতে সাধারণ মানুষের সাধারণভাবে চলার পথ প্রসস্থ হয় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিনয় পিটকে উল্লিখিত অপরাধতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের।

পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারায় শাস্তিতত্ত্বের আলোচনায় অপরাধের প্রসঙ্গ সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারায়, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম যখন সমাজের বা রাষ্ট্রের নিয়মকে অমান্য করে তখন সেই কর্মকে অপরাধরূপে গণ্য করা হয়। সমাজ বা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি বা শাসকমণ্ডলী কিছু বিধি-নিষেধ প্রচলন করেন, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেককে অনুসরণ করে চলতে হয়। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজ বা রাষ্ট্রে অপরাধীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অপরাধী শাস্তি না পেলে নৈতিক আদর্শ মিথ্যা প্রহেলিকায় পর্যবসিত হয় বা সামাজিক ন্যায় এক শূন্যগর্ভ শব্দে পরিণত হয়। ন্যায়ের মূল্য ও মর্যাদা রক্ষার্থে অপরাধীর শাস্তি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, শাস্তি হল অপরাধীর অর্জিত বিষয়। পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারার মতোই বৌদ্ধদর্শনে অপরাধ এবং শাস্তির আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। তবে, পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারা এবং বৌদ্ধ নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারার মধ্যে কে আগে তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। বৌদ্ধ নীতিতাত্ত্বিক ভাবধারায় যেভাবে অপরাধ এবং শাস্তি দেশিত হয়েছে তা অনন্য। এই ক্ষুদ্র পরিসরে, অপরাধ কিভাবে নির্ণিত হয়েছে তা দেখানোই এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

বিনয় পিটকের সূত্তবিভঙ্গে মোট আট ধরণের অপরাধের কথা উল্লেখ আছে। এগুলি হল, পারাজিক সম্পর্কীয় অপরাধ, সংঘাদিশেষ সম্পর্কীয় অপরাধ, অনিয়ত সম্পর্কীয় অপরাধ, নিস্সজ্ঞিয় সম্পর্কীয় অপরাধ, পাচিত্তিয় সম্পর্কীয় অপরাধ, পাটিদেসনীয় সম্পর্কীয় অপরাধ, সেখিয় সম্পর্কীয় অপরাধ এবং অধিকরণ সমথ সম্পর্কীয় অপরাধ।[৩] পারাজিক অপরাধ চারটি, সংঘাদিশেষ অপরাধ তেরোটি, অনিয়ত অপরাধ দুটি, নিস্সজ্ঞিয় অপরাধ তিরিশটি, পাচিত্তিয় অপরাধ বিরানব্বইটি, পাটিদেসনীয় অপরাধ চারটি, সেখিয় অপরাধ পঁচাত্তরটি এবং সাতটি অধিকরণ সমথ অপরাধ। মোট দুশো সাতাশটি অপরাধ। নিয়ম লঙ্ঘণজনিত কারণেই অপরাধগুলি হয়ে থাকে। তবে, অপরাধগুলি আচরণ কেন্দ্রিক। সংঘে প্রবেশের পর আচরিত আচরণ কেমন হবে তার দিক নির্দেশিত হয়েছে বিনয় পিটকে। ভগবান বুদ্ধ সংঘকে অপরাধ মুক্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করতে যে সকল নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাদের মধ্যে পারাজিক হল গুরুতর অপরাধ বিষয়ক বিধি। এই অপরাধ কেউ করলে, শাস্তি হিসাবে তাকে সংঘ থেকে চিরতরে বহিস্কার করা হত। তৎপরবর্তী গুরুতর অপরাধ হল সংঘাদিশেষ অপরাধ বিষয়ক বিধি। এক্ষেত্রে অপরাধীকে সংঘ থেকে সাময়িক বহিস্কার করা হত এবং শাস্তির বিধিনিষেধ সমূহ যথা নিয়মে প্রতিপালন করলে তাকে 'আহ্বান' নামক বিনয় কর্মের দ্বারা পুনঃ সংঘে প্রবেশ করানো হত। বাকী অপরাধগুলি

খুব একটা গুরুতর নয়, এগুলি লঘুতর এবং শাস্তিবিধানও লঘুতর। নিম্নে কয়েকটি অপরাধ উল্লেখ পূর্বক বিশ্লেষণ করা হল।

**পারাজিক অপরাধ**

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে পারাজিক অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল— 'যদি কোন ভিক্ষু গ্রাম অথবা অরণ্য থেকে অপরের অধিকারভুক্ত দ্রব্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর অপরাধ হয়'।[৪] 'ভূমিস্থিত দ্রব্য হরণ করবো' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে হরণ করলে অপরাধ হয়। 'স্থলস্থিত বা রক্ষিত দ্রব্য হরণ করবো' এই ভেবে দ্রব্যাদি আত্মসাৎ-এর ইচ্ছায় চৌর্যচিত্তে অনুসন্ধান করলে, স্পর্শ করলে অপরাধ হয়। 'বায়ুস্থিত দ্রব্য হরণ করব' অর্থাৎ 'শূন্যমার্গ দিয়ে বহন করার সময় কোন কিছু নিচে পড়ে গেলে ঐরূপ দ্রব্য হরণ করবো' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি সন্ধান করলে অপরাধ হয়। 'পৃথিবীস্থিত দ্রব্য হরণ করবো' অর্থাৎ 'পৃথিবীর উপরে স্থিত যেমন, আসনে, চেয়ারে, দড়িতে অথবা দেওয়ালে কিংবা বৃক্ষে কোন দ্রব্য থাকলে' চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি অন্বেষণে গমন করলে, চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে অপরাধ হয়। 'জলস্থিত দ্রব্য অপহরণ করবো' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে অনুসন্ধান করতে গেলে, স্পর্শ করতে গেলে অপরাধ হয়। 'অমুকের দ্রব্য হরণ করবো' এই বলে পরামর্শ করে যদি তাদের মধ্যে কোন একজন সেই দ্রব্য হরণ করে তাহলে পরামর্শকারী সকল ভিক্ষু অপরাধী বলে গণ্য হবে। যদি কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে আদেশ করে বলে যে, 'অমুক দ্রব্য চুরি কর' তাহলে আদেশদানকারী অপরাধী হয়। অপহরণকারী ভিক্ষু চুরি করতে গিয়ে ফিরে এসে বলে যে, 'আমি সেই দ্রব্য অপহরণ করতে সমর্থ নই'। তখন আদেশদানকারী যদি পুনরায় বলে যে, 'যখন তুমি সমর্থ হবে, তখন সেই দ্রব্য হরণ করবে'। এরূপ বললেও আদেশদানকারী অপরাধী হয়। আবার যদি অপহরণকারী ভিক্ষু সেই দ্রব্য হরণ করে তাহলে উভয়ের অপরাধ হয়। আবার যদি আদেশদানকারী নির্দেশ দেওয়ার পর অনুশোচনা বশতঃ হরণকারীকে অপহরণ না করার আদেশ দেয় এবং অপহরণকারী তা না শুনে সেই দ্রব্য অপহরণ করে তা হলেও উভয়ের অপরাধ হয়। তবে, আদেশকারীর নিষেধ না শুনে অপহরণকারী যদি বলে, 'আমি হরণ করবই' তাহলে আদেশকারী অপরাধী হন না। কিন্তু অপহরণকারী ভিক্ষু অপরাধী হন। এরকম অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে সংঘ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই অপরাধ পারাজিক নামে খ্যাত কারণ, এর মধ্য দিয়ে পরাজয় স্বীকার করাকে বোঝায়। চৌর্যচিত্তে কোন কিছু গ্রহণ করলে সংঘে প্রবেশের সময় যে সংকল্প গ্রহণ করেছিল তা ভঙ্গ হয়। সংকল্প ভঙ্গ হওয়া মানেই পরাজিত হওয়া। পরাজিত হওয়া মানেই নির্বাণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। আমরা যদি পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই নিয়মকে ভাবি তাহলে এখানেও সমভাবে প্রযোজ্য। পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবারের কোন সদস্য চৌর্যচিত্তে অপরের কোন দ্রব্য গ্রহণ করলে যেমন পরিবারের মান হানি হয়, ঠিক সেরকমভাবে প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই, এই অপরাধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর।

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

**সংঘাদিশেষ অপরাধ**

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে সংঘাদিশেষ অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল— "কোনো ভিক্ষু একনিকায় সমন্বিত ও এক সীমায় অবস্থিত একত্রে বসবাসকারী বিনয় ও ধর্মবাদী ভিক্ষু সংঘকে ভেদ বা পৃথক করার চেষ্টা করে এবং সংঘ ভেদের আঠারো প্রকার যথোপযুক্ত ভেদনীয় কারণসমূহ গ্রহণ করে সেগুলি জনসাধারণকে প্রকাশ করে, তাহলে ধর্ম ও বিনয়বাদী ভিক্ষুগণ সেই ভেদকারী ভিক্ষুকে এরূপ সদুপদেশ দেওয়া কর্তব্য—'আপনি সংঘ ভেদের চেষ্টা করবেন না এবং সংঘ ভেদের আঠারো প্রকার যথোচিত ভেদনীয় কারণসমূহ অন্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান দেবেন না। সংঘের সঙ্গে একমত হয়ে মিলে মিশে অবস্থান করুন। কারণ, সমগ্র সংঘের মধ্যে ঐকতা এবং পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাব থাকলে, পরস্পর প্রীতি ও আনন্দচিত্ত নিয়ে বাদ-বিবাদহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হবেন'। উক্ত ভেদকারী ভিক্ষুকে এরূপ বলা সত্ত্বেও সে যদি পূর্বের ন্যায় তা গ্রহণ করে ভেদ চেষ্টা করে, তাহলে তাকে ভেদচিত্ত ত্যাগের নিমিত্তে তিনবার সেরূপ বলা উচিত, তিনবার বলার পর যদি পরিত্যাগ করে, তাহলে উত্তম, আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করবে"।[৫] অর্থাৎ ভেদচিত্ত অপরিত্যাগ হেতু তাঁর অপরাধ হবে। উক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আঠারো প্রকার সংঘ ভেদের ভেদনীয় কারণসমূহের কথা বলা হয়েছে। সেই ভেদনীয় কারণসমূহ হল— ১) অধর্মকে ধর্ম বলা। ২) ধর্মকে অধর্ম বলা। ৩) অবিনয়কে বিনয় বলা। ৪) বিনয়কে অবিনয় বলা। ৫) বুদ্ধ কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলা। ৬) বুদ্ধ দ্বারা ভাষিত, আলাপিত বিষয়কে বুদ্ধ কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলা। ৭) বুদ্ধ দ্বারা অনাচরিত বিষকে বুদ্ধ দ্বারা আচরিত বলা। ৪) বুদ্ধ কর্তৃক আচরিত বিষকে বুদ্ধ কর্তৃক অনাচরিত বলা। ৯) বুদ্ধ দ্বারা অব্যবস্থিত বিষয়কে বুদ্ধ দ্বারা ব্যবস্থিত বলা। ১০) বুদ্ধ দ্বারা ব্যবস্থিত বিষয়কে বুদ্ধ দ্বারা অব্যবস্থিত বলা। ১১) নিরপরাধকে অপরাধ বলা। ১২) অপরাধকে নিরপরাধ বলা। ১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলা। ১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলা। ১৫) সাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলা। ১৬) অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলা। ১৭) দুষুল অপরাধকে অদুষুল অপরাধ বলা। ১৮) অদুষুল অপরাধকে দুষুল অপরাধ বলা। এগুলি সবই সজ্ঞানে করলে অপরাধ হবে। ভেদ এমন এক প্রকার খারাপ আচরণ যা সংঘের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। শুধু সংঘের ক্ষেত্রেই নয়, পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর।

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে অপর সংঘাদিশেষ অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল—"যদি সংঘ ভেদকারী ভিক্ষুর সঙ্গে একই ভেদচিত্ত পোষণকারী অপর ভিক্ষুরা (একজন, দুইজন বা তিনজন) অনুসারী হয় এবং সেই অনুসারীগণ এরূপ বলে যে, 'ঐ ভিক্ষু সংঘ ভেদ করছেন না, আপনারা উনাকে কিছুই বলবেন না, তিনি একজন ধর্মবাদী (সত্যানুসন্ধানকারী) এবং বিনয়বাদী (নীতি আদর্শ পালনকারী) ভিক্ষু। তিনি আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে ও সম্মতি নিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানেন এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে তা বলেছেন। উনার যেরূপ ইচ্ছা, আমাদেরও সেরূপ ইচ্ছা'। তখন অন্য ভিক্ষুরা

সংঘভেদক ভিক্ষুর অনুগামী ভিক্ষুদেরকে এরূপ হিতকর উপদেশ বাক্য বলবে—'আপনারা এরূপ সংঘভেদকর কথা বলবেন না, তিনি ধর্মবাদী ভিক্ষু নন, বিনয়বাদী ভিক্ষু নন। আপনাদের তাঁর ন্যায় সংঘভেদের অভিরুচি উৎপন্ন না হোক, আপনারা তাঁর অনুগামী হবেন না, তাঁর বাক্যে সম্মতি দেবেন না। সমগ্র সংঘের মধ্যে একতা এবং সৌহার্দতা থাকলে, পরস্পর সন্তুষ্টচিত্ত নিয়ে বাদ-বিবাদহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করে একত্রে অবস্থান করতে সক্ষম হন'। এরূপ বলার পরও যদি পূর্বের ন্যায় ভেদচিত্ত পোষণ করে সংঘভেদকের অনুগামী হয়, তাহলে পুনরায় নিরপেক্ষ ভিক্ষুগণ তাঁদেরকে সংঘ ভেদচিত্ত পরিহার করার জন্যে তিনবার পর্যন্ত বলবেন। তিনবার বলার পর যদি পরিহার করে তো ভালো নইলে অনুগামী ভিক্ষুরা অপরাধী বলে গন্য হবে''।[৬] অর্থাৎ সংঘভেদের নিমিত্তে দৃঢ়বীর্য প্রদর্শনকারী ভিক্ষু যদি সংঘভেদকারী ভিক্ষুর অনুগামী হন বা দলভূক্ত হন তাহলে অনুগামীদের অপরাধ হয়। এই অপরাধের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খুবই পরিস্কার যে, অপরধাকারীর সঙ্গ দেওয়াও অপরাধ। তবে, উক্ত দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি কোন ভিক্ষু মনে করেন যে, ভেদচিত্ত পরিহার করে ভিক্ষুত্ব বজায় রাখবো তাহলে সে তা করতে পারে। এই অপরাধ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, পরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন রকম ভেদ তৈরি করা যাবে না, এবং ভেদকারীকে সহযোগিতা করাও যাবে না। ভেদ সৃষ্টি হলে ঐকতা নষ্ট হয়। এই অপরাধের ক্ষেত্রে যে শাস্তির নির্দেশ দেওয়া আছে সেটি যথাযথভাবে পালন করলে শেষে সংঘ কর্তৃক তাকে আহ্বান করা হয় তাই এই অপরাধের নাম সংঘাদিশেষ অপরাধ।

**পাচিত্তিয় অপরাধ**

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে পাচিত্তিয় অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল—'সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ অপরাধ'।[৭] সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ বলতে বোঝায়, মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে, 'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', অথবা, মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে, 'আমি মিথ্যা বলছি' অথবা, মিথ্যা বলার পর সে জানে যে, 'আমি মিথ্যা বলেছি'। ভগবান বুদ্ধের দেশিত এই অপরাধটি খুবই সাধারণ অর্থাৎ normal। normal শব্দটি norm থেকে এসেছে, যার অর্থ হল নিয়ম। নিয়ম চলতে চলতে একসময় সাধারণ হয়ে ওঠে। তাই আজ আমাদের কাছে 'সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ অপরাধ' সাধারণ হয়ে উঠেছে। এই সাধারণ নিয়ম শুধু যে সংঘের সাংঘিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়, পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। গীতায় যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নীতিমূলক উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ শুধুমাত্র অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে নয়, সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করেই উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠিক সেইভাবে ভগবান বুদ্ধ সংঘকে উদ্দেশ্য করে অপরাধ নির্ণয় করেননি, সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করেই অপরাধের দেশনা করেছেন। তাঁর নির্ণিত অপরাধের মধ্য দিয়ে শুধু যে ভিক্ষু সমাজ উপকৃত হচ্ছেন এমন নয়, প্রতিটি ব্যক্তি উপকৃত হওয়ার দাবী রাখে।

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে অপর পাচিত্তিয় অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল—'কোনো ভিক্ষু আক্রোশপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করলে অপরাধ হয়'।[৮] আক্রোশপূর্ণ বাক্য বলতে শুধু রাগের বশর্বতী হয়ে বাক্য ব্যবহারকে বোঝায় না। জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ, ক্লেশ এবং আপত্তি দ্বারা বাক্য প্রয়োগকেও নির্দেশ করে। কারণ, কেউ যদি তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন বা উচ্চ জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ, ক্লেশ এবং আপত্তি দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করে তাহলে তা অপরাধ। যেমন, কেউ যদি তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে সেই ব্যক্তির জাতি, গোত্র, রোগ ইত্যাদি ধরে বলে, 'হে ব্যাধ' বা 'হে ব্রাহ্মণ', বা 'হে কাশ্যপ' বা 'হে অন্ধ' তাহলে অপরাধ হয়। এই অপরাধটিও খুবই সাধারণ। এরকম উক্তি সত্যিই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপমানজনক। তাই অপমানজনক উক্তি অপরাধ। এই নিয়ম পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, শুধু সংঘের ক্ষেত্রে নয়।

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে অপর পাচিত্তিয় অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল—'যেকোনো ভিক্ষু যদি অনুপসম্পন্নকে পদসোধর্ম শিক্ষা দেয় তাহলে তা অপরাধ'।[৯] এখানে কতগুলি শব্দের অর্থ পরস্কার করা খুবই প্রয়োজন। অনুপসম্পন্ন বলতে বোঝায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই। এখানে যদি আমরা পরিবারের ক্ষেত্রে ভাবি তাহলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত সকলেই অনুপসম্পন্ন ব্যক্তি। আবার যদি প্রতিষ্ঠানের নিরিখে ভাবি তাহলে প্রতিষ্ঠানের সদস্য ব্যতীত সকলেই অনুপসম্পন্ন ব্যক্তি। পদসো বলতে বোঝায়, পদ, অনুপদ, অনুঅক্ষর এবং অনুব্যঞ্জনকে। এইগুলির সমষ্টিই হল পদসো। আর ধর্ম বলতে বোঝায় বুদ্ধভাষিত উপদেশকে। ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী যদি অনুপসম্পন্ন অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অন্য কাউকে বুদ্ধভাষিত উপদেশ প্রদান করে তাহলে তা অপরাধ। এই অপরাধকে যদি আমরা পরিবারের নিরিখে ভাবি তাহলে বলতে হয় যে, পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কাউকে পরিবার সম্পর্কীত কথা বলা অপরাধ। আবার যদি প্রতিষ্ঠানের নিরিখে ভাবি তাহলে প্রতিষ্ঠানের সদস্য ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীত কথা বলা অপরাধ। সত্যিই এটা একটা অনন্য ব্যাপার। পরিবারের কথা বা প্রতিষ্ঠানের কথা বাইরে প্রকাশিত হলে সেই পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বিপদে পরতে পারে।

**সেখিয় অপরাধ**

বিনয় পিটকের অন্তর্গত সূত্তবিভঙ্গে সেখিয় অপরাধ হিসাবে যে অপরাধটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হল—'নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষুর পাত্র অবলোকন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষুর পাত্র অবলোকন করলে অপরাধ হয়'।[১০] আবার, 'ভোজনকালে গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখ দ্বার খোলা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুললে তাঁর অপরাধ হয়'।[১১] আবার, 'ভোজনকালে সমস্ত হস্ত (অঙুলি) মুখে প্রক্ষেপ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করলে তাঁর অপরাধ হয়'।[১২] আবার, 'মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বললে তাঁর অপরাধ হয়'।[১৩] আবার, 'মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করা

উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করলে তাঁর অপরাধ হয়'।[১৪] আবার, 'মুখে ভাত ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ একদিকের বা উভয়দিকের গাল ফুলিয়ে ভোজন করলে তাঁর অপরাধ হয়'।[১৫] আবার, 'জিহ্বা বের করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ জিহ্বা বের করে ভোজন করলে তাঁর অপরাধ হয়'।[১৬] আবার, 'চপাত চপাত শব্দে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশতঃ চপাত চপাত শব্দে ভোজন করলে তাঁর অপরাধ হয়'।[১৭] দৈনন্দিন জীবনে আহার করার যে রীতি তা আমরা ছোট থেকেই পেয়ে থাকি। তাসত্ত্বেও আমরা এই অপরাধ পদে পদে করে থাকি। ভগবান বুদ্ধ সাংঘিকদের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা দিলেও মূলতঃ এই শিক্ষা সবার জন্য।

**উপসংহার**

গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর মানব সমাজকে দুঃখ মুক্তির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম দেশনার উদ্দেশ্যেই সংঘের প্রতিষ্ঠা। গৌতম বুদ্ধ বিনয় তৈরি করেছিলেন সংঘের সুষ্ঠুতা আনয়নের জন্য, সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্য, দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্য, সদাচারী ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য, বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্য, অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্য, প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্য, অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্য, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য এবং বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য। গৌতমবুদ্ধ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই বিভিন্নভাবে শিক্ষাপদ ব্যক্ত করেছেন নির্বাণলাভের উদ্দেশ্যে।

'সকলেই নির্বাণ প্রাপ্ত হোক' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরই ছত্রছায়ায় তৈরি করলেন এমন এক সংঘ যা ধীরে ধীরে বিশালাকার ধারণ করল। তখন সংঘে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করলেন ত্রিশরণের। ত্রিশরণ হল, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি', 'সংঘং শরণং গচ্ছামি'। অর্থাৎ ধর্ম ও সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধের কাছে শরণাগতি, বুদ্ধের ভাষিত ধর্মের কাছে শরণাগিত, এবং বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সংঘের কাছে শরণাগিত। এই ত্রিশরণের মধ্য দিয়ে যেটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'তোমার উপরে কেউ একজন আছে, যার কাছে তুমি শরণাগতি চাইবে'। বুদ্ধের প্রতি, বুদ্ধের ভাষিত ধর্মের প্রতি এবং সংঘের প্রতি শরণাগতি বিনয়ের প্রথম সোপান। এই ত্রিশরণের সংকল্প নিয়ে সংঘে প্রবেশ করার পর কেউ যদি তা করতে সমর্থ না হন তাহলে তিনি পরাজিত হলেন। পরাজয় হওয়া মানেই নির্বাণ লাভের পথ বন্ধ হওয়া। নির্বাণ লাভের পথ বন্ধ হওয়া মানে দুঃখে জর্জরিত হওয়া। তাই তিনি দুঃখ মুক্তির হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই সংঘকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার নিরিখে অপরাধ নির্ণয় করেছেন। তিনি যে শুধু অপরাধ নির্ণয় করেছেন এমন নয়, অপরাধগুলি নির্ণয় করে দণ্ড বিধান এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা গেলো না। তবে, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষকদের গবেষণার পথ প্রসস্থ হবে বলে আমার আশা।

**তথ্যসূত্র:**

১. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. IX

২. Sukumar. Dutt, *Early Buddhist Moonachism*, P.93 and I.B. Horner, *The Book of the Discipline*, p. 20

৩. I.B. Horner, *The Book of the Discipline*, p. 22

৪. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 4

৫. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 10

৬. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 11

৭. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 32

৮. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 32

৯. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 32

১০. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 63

১১. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১২. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১৩. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১৪. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১৫. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১৬. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

১৭. T.W.Rhys Davids and Hermann Oldenberg, *Vinaya Texts*, P. 64

**গ্রন্থপঞ্জী**


- Dutt, Sukumar. *Early Buddhist Monachism.* London: Kegan Paul, Trengh, Trubner & co, LTD., 1924.
- Horner, I.B. *The Book of the Discipline.* Oxford: The Pali Text Society, 2004.
- Kyokai, Bukkyo Dendo. *The Teaching of Buddha.* Tokyo: Kosaido co.,Ltd., 2005.
- Oldenberg, Hermann. *Vinaya Pitakam : One of the Principal Buddhist Holy Scriptures in the Pali Language.* London: Williams and Norgate, 1882.
- Oldenberg, T.W. Rhys Davids & Hermann. *Vinaya Texts.* New York: Charles Scribner's Sons, 1899.
- ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবংশ। *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়*। ঘাগড়া বৈজয়ন্ত বনবিহার, চম্পাতলী : শ্রীমৎ অনোমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের সকল শিষ্যবৃন্দ, ২০০৭।
- ভিক্ষু, ভদন্ত বুদ্ধবংশ। *বিনয় পিটকে পারাজিকা*। চট্টগ্রাম : প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০৭।